তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসিতে পর পর দু'বার ফেল করা শিক্ষার্থীদের কলেজে পড়া অব্যাহত রাখতে দুই বিকল্প ভাবা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মানবিক বিবেচনায় সাত বোর্ডে এসএসসিতে পর পর দুই বছর ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের কলেজে পড়াশোনা অব্যাহত রাখার চিন্তাভাবনা চলছে। এ লক্ষ্যে দু'টি বিকল্পের যে কোন একটি গ্রহণ করা হতে পারে। একটি হচ্ছে যেহেতু এক বছর পড়াশোনা করে একজন পরীক্ষার্থী একটি বিষয়ে পাস করতে পারেনি সেহেতু ঐ বিষয়টি বাদ দিয়ে নয় বিষয়ের জিপিএ ঘোষণা করা এবং তাদের কলেজে পড়াশোনা অব্যাহত রাখার সুযোগ দেয়া। আরেকটি বিকল্প হচ্ছে এসব ছাত্রছাত্রীকে অটোপাস দেয়া। তবে চিন্তাভাবনা যাই হোক সাত বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিয়ে গঠিত কমিটির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। আগামী দু'এক সপ্তাহের মধ্যে এই সভা হবে এবং এতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পজিটিভ কোন সিদ্ধান্ত নেবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চেয়ারম্যান জনকণ্ঠকে বলেছেন।

জানা যায়, গ্রেডিং সিস্টেমের কল্যাণে দেশের সাত শিক্ষা বোর্ডের প্রায় দশ হাজার পরীক্ষার্থী এসএসসিতে এক বিষয়ে ফেল করলেও কলেজে পড়াশোনা করছে। এক বছর কলেজে পড়াশোনা করে এসব ছাত্রছাত্রী এখন দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। কিন্তু বিপত্তি বেধেছে অন্যত্র। এসব ছাত্রছাত্রী এসএসসিতে যে বিষয়ে ফেল করেছিল সেই বিষয়টিতে এবারও পাস করতে পারেনি। গ্রেডিং সিস্টেমে এ ধরনের পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন দিকনির্দেশনাও নেই। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বোর্ড অফিস ও পত্রিকা অফিসে তাঁরা যোগাযোগ করছেন এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত জানার জন্য। শিক্ষাজীবনের ভবিষ্যত কি হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে এবং লোকলজ্জায় এসব ছাত্রছাত্রী কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে গভীর হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। সাধ্যমতো সব মহলে যোগাযোগ করে তারা চাচ্ছে এই জটিল সমস্যার ইতিবাচক সমাধান। নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেও এখন তাদের কেবলই আফসোস, দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস। সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কাছে তারা কেবল মানবিক বিবেচনাই প্রত্যাশা করছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ছাত্রী সুমনা জানায়, একটি বছর কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করেছি। এখন সামাজিক কারণে ঘর থেকে বের হতে পারি না। তাকাতে পারি না মা-বাবার মুখের দিকে। সে জানায়, এখন তার কাছে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে তার মতো অসহায় আর কেউ নেই। ঢাকা বোর্ডের ছাত্রী ফারজানা জানায়, আমরা ভুল বুঝতে পারলেও এখন আমাদের আর করার কিছুই নেই। কেবল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলার সাহেব পারেন আমাদের শিক্ষাজীবন বাঁচাতে। কুমিল্লা বোর্ডের একজন অভিভাবক মোঃ শাহজাহান মিয়া বলেন, তাঁর সন্তান এখন অনুতপ্ত। কলেজে ভর্তি হয়ে সে এসএসসিতে যে বিষয়ে ফেল করেছিল সেই বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়নি। তিনি বলেন, এক বছর ফেল করা বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়া এবং কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়ে পিছনের ঘটনাকে গুরুত্বহীন মনে করায় ছেলেমেয়েদের এই করুণ পরিণতি হয়েছে। তিনি মানবিক বিবেচনায় এই অবস্থা থেকে হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে রক্ষার আবেদন জানান।

এ ব্যাপারে কথা হয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গে। তিনি বলেন, সব ছাত্রছাত্রীই আমাদের সন্তানতুল্য। আমরা ওদের সমস্যা, হতাশা সঠিকভাবে উপলব্ধি করি। একদিকে ওরা ভুল করেছে একটি বিষয়ে এক বছরেও পাস করতে না পেরে। অন্যদিকে ওরা এখন কলেজে পড়ে, আলোর জগতে বিচরণ করছে। আমরা চাই ওরা এই আলোর জগতেই থাকুক। ওদের শিক্ষাজীবন তথা গোটা জীবন অনিশ্চয়তা, হতাশায় নিমজ্জিত হোক এটা আমরা চাই না। তারপরও বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। ওদের জন্য কি করা যায় তা নিয়ে নীতিনির্ধারকরা ভাবছেন। অধ্যাপক ফরহাদ বলেন, চেয়ারম্যানদের সভায় ওদের ব্যাপারে শীঘ্রই একটি সিদ্ধান্ত আসবে বলে আশা করছি।